আমার পিঠা কোথায়?

পিঠাই সর্ব সুখ ও শান্তির উৎস

অর্যমা বুদ্ধ

সে অনেক অনেকদিন আগের কথা। ছয় সমুদ্র আর চৌদ্দ নদীর পাড়ে ছোট্ট একটি দেশ। তার চারিদিকে ঘন সবুজ মাঠ আর মাঠ। তাতে পশু পাখী চড়ে, সকাল বিকাল। আর দিগন্তে মাঠ ও জল খেলা করে। কখনো কখনো এ খেলা ভয়ঙ্কর রূপ নেয়। কখনো জয়ী হয় জল, কখনো বা মাঠ ও মানুষ।

পাশেই পাহাড়। আমাদের হিমালয় থেকেও উঁচু ও দূর্বোধ্য। ভূতত্ত্ববিদরা বলে - যুগ যুগ ধরে এই পাহাড়ের গা থেকে জলের স্রোতধারায় ভেসে আসা মাটিতেই নাকি এই দেশের জন্ম। এর মাটি গ্রীষ্মে যেমন কঠিন, বর্ষায় তেমনি নরম। অনেকের ধারণা এখানকার মাটির ধর্ম আর মানুষের বৌশিষ্টের নাকি অনেক মিল।

মাচার উপড়, বড় বড় হাড়ীতে থরে থরে সাজানো 'তেলে-পিঠা' আর দুধে ভিজানো 'দুধ-পিঠা'। পাহাড় সমান পিঠার স্তূপ দেখে ওরা আত্মহারা। মাভৈ মাভৈ বলে 'মাবোদের' তালে তালে নাচে - আনন্দে জীবনের বাকী সব হয়ে উঠে মিছে।

এই দেশের এক গাঁয়ের সূড়ঙ্গ পথে বাস করে চারটি প্রাণী। এদের দুজন ইঁদুর। চেহারা ও আকারে অনেকটা যেন *হ্যামিলনের* সেই বংশীবাদকের ইঁদুরের মত। তবে স্বভাবে এরা অত্যন্ত শান্ত। এদের একজনের নাম সুসু, আর অন্য জনের নাম পুষু।
অন্য দুজন চেহারা এবং চাল-চলনে আমাদের পৃথিবীর মানুষের মত। তবে আকারে *জনাথন সুইফ্‌টের* লিলিপুটিয়ানদের বা *'হানি, আই স্রাংক দি কিডস্'* এর ছেলে মেয়েদের চেয়েও ছোট। এদের একজনের নাম মনুও অন্যজনের নাম মানু।

মাটির তলায় সূড়ঙ্গ পথে এই চারটি ক্ষুদ্রকায় প্রাণীর বাস। সারাদিন আঁকা-বাঁকা, অন্ধকার ও বিবর্তনের চক্রে চুনাপাথরে সৃষ্ট স্ট্যালেকটাইট ও স্ট্যালেগমাইটে ঘেরা এই সূড়ঙ্গ পথেই ওদের আনাগোনা। আর এ গাঁয়ের প্রতিটি বাড়ী এই সূড়ঙ্গ পথের শাখা-প্রশাখার সাথে সংযুক্ত।
সূড়ঙ্গ পথে সারাদিন কি করে এই চারটি প্রাণী? ওরা আকারে যেহেতু অত্যন্ত ছোট, তাই দূর থেকে বোঝার কোন উপায় নেই। তবে সূড়ঙ্গের কাছে এসে, হাটু গেড়ে বসে দেখলে বোঝা যবে কি অদ্ভুত কান্ডই না ঘটাচ্ছে ওরা!

এক বিশেষ স্বাদের পিঠা ওদের খুব প্রিয়। প্রতিদিন সুসু-পুষুও মনু-মানু সূড়ঙ্গ পথে এ বাড়ী ও বাড়ী ঘুরে ওদের প্রিয় পিঠার খোঁজে।

ইঁদুর দুটির মস্তিষ্ক ছোট, তাই বুদ্ধিতে খাটো। পিঠা খোঁজার জন্য ওরা নাসিকা শক্তির উপর নির্ভরশীল। তেলে ভাজা পিঠার গন্ধে ওদের মন প্রাণ ভরে উঠে। তাই ওরা সূড়ঙ্গ পথে বাড়ীতে বাড়ীতে ঝরঝরে 'তেলে-পিঠা' খোঁজে।
অন্যদিকে মানুষরূপী মনু আর মানুপিঠা খোঁজার জন্য বুদ্ধি খাটায়। উপমহাদেশের মানুষের মত - *'দুধ ই আদর্শ খাবার'* - এটাই ওদের বিশ্বাস। তাই ওরা 'দুধ- পিঠা' খোঁজে - যা তাদের দেবে শক্তি ও শান্তি এবং বয়ে আনবে সাফল্য ও সমৃদ্ধি ।

সুসু-পুষু চেহারা-ছবি ও বুদ্ধিতে মনু-মানু থেকে ভিন্ন হলেও, একটি বিষয়ে ওদের অদ্ভুত মিল। প্রত্যেক ভোরে, ওরা প্রত্যেকে গায়ে ও পায়ে দৌড়ের পোষাক ও দৌড়ের জুতা পরে, ফিট বাবু হয়ে, সূড়ঙ্গের আস্তানা থেকে বেড়িয়ে পরে ওদের প্রিয় পিঠার সন্ধানে।

সূড়ঙ্গ পথ উঁচু নীচুও আঁকা-বাঁকা। আমাদের খাইবার গিরিপথের সূড়ঙ্গ পথ যা আজ তালিবানদের নিরাপদ আশ্রয়, তা থেকেও আঁকা-বাঁকা ও অন্ধকার। কোথাও কোথাও আবার গভীর গর্ত। এগুলো পাড় হয়ে সূড়ঙ্গের শাখা-প্রশাখা যেখানে বাড়ীর সংগে মিলেছে, সেখানেই স্বাদের পিঠা পাওয়ার সম্ভবনা। আবার অনেক সূড়ঙ্গ পথ শাখা-প্রশাখা হয়ে মিলিয়ে গেছে অন্ধকারে বহু দূরে - যেখানে হারিয়ে যাওয়াও অত্যন্ত সহজ। তবে এসব বাঁধা বিপত্তি পাড় হয়ে যারা পেয়েছে সঠিক পথের সন্ধান,

তাদের মিলেছে প্রিয় পিঠার খোঁজ, আর জীবন হয়েছে ধন্য ও পরিপূর্ণ।

পিঠার সন্ধানে ইঁদুর দুটি অতি সাধারণ ও কার্যত অপটু পদ্ধতি ব্যবহার করে। অনেকটা যেন আমাদের *ট্রায়াল এন্ড এরর'* এর মত। এক দৌড়ে ও লম্ফ ঝম্পে পৌঁছে যায় কোন এক বাড়ীর সীমানায়। যদি সেখানে পিঠা না মেলে, ফিরে আসে এবং অন্য আর এক পথে দেয় ছুট। সুসুর শ্রবন শক্তি দারুন। তাই সে চলে আগে, আর পুষু চলে পাছে। জীবন-মরণ এ অভিযানে সূড়ঙ্গ পথে ওরা হারিয়ে গেছে বহুবার। সূড়ঙ্গের দেয়াল বা স্ট্যালেকটাইট, স্ট্যালেগমাইটের সাথে ধাক্কা খেয়ে হুমরে পড়েছে শত শতবার। তবে দমেনি কখনো।

অন্যদিকে পিঠা খোঁজার জন্য ক্ষুদে মানুষরূপী প্রাণী দুটি অবলম্বণ করে সম্পূর্ণ ভিন্ন পন্থা। যদিও কখনো আবেগ ও কুসংস্কার দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং নিজেদের মাঝে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে, মনু আর মানু মূলতঃ নিজেদের চিন্তা শক্তি ও অভিজ্ঞতার আলোকেই পিঠা খোঁজে।

এভাবে চলে বেশ কিছুদিন। একদিন, 'ইউরেকা - কি মজা, কি মজা!', পেয়ে যায় ওদের স্বাদের পিঠা। এক গৃহস্থের বাড়ীর মাচার উপড়, বড় বড় হাড়ীতে থরে থরে সাজানো 'তেলে-পিঠা' আর দুধে ভিজানো 'দুধ-পিঠা'। পাহাড় সমান পিঠার স্তূপ দেখে ওরা আত্নহারা। মাভৈ মাভৈ বলে *'মাবোদের'* তালে তালে নাচে - আনন্দে জীবনের বাকী সব হয়ে উঠে মিছে।

তারপর প্রত্যেক প্রভাতে একই কাজ। ফিট্ বাবু সেজে, পিঠা স্থলে যাওয়া, মন প্রাণ ভরে পিঠা খাওয়া এবং হেলে দুলে নিজেদের আস্তানায় ফেরা। দ্রূত ও নিরাপদে পিঠা স্থলে পৌঁছার জন্য ইতিমধ্যে ওরা সট্-কাট্ পথেরও সন্ধান পেয়েছে।

সুসু-পুষু আগের মতই ভোরে উঠে এবং ছুটে যায় পিঠা স্থলে । গন্তব্যে পৌঁছে জুতা খুলে এবং আরাম করে বসে । এবং তৃপ্তিতে পিঠা খায়। নতুন ধানে ও খেজুরের রসে ভেজানো ও দগ্দগে আগুনে তেলে ভাজা পিঠা - সে যে কি মজা! এখানে বলে রাখা ভাল, সুসু-পুষু জুতা খুলে গলায় ঝুলিয়ে রাখে। আবার যদি নতুন পিঠার সন্ধানে বেড় হতে হয়!

প্রথম প্রথম প্রত্যেক প্রভাতে সুসু-পুষুর মত মনু-মানুও দৌড়ে দ্রুত পৌঁছে যেত পিঠা স্থলে। বলা বাহুল্য, কিছুদিন যেতে না যেতেই মনু-মানুর দৌনন্দিন রুটিন উলট-পালট হতে আরম্ভ করে।

ইদানিং মনু-মানু দেরী করে ঘুম থেকে উঠে। আস্তে ধীরে পোষাক-আষাক পরে। তারপর হেলে-দুলে হেটে চলে পিঠা স্থলে। যেন আর কোন তাড়া নেই এ জীবনে। দ্রুত গন্তব্যে পৌঁছার আর কোন তাগিদ নেই। এখনতো ওরা জেনেই গেছে কোথায় ওদের স্বাদের পিঠা। তাহলে আর চিন্তা কিসের? ভাব দেখে মনে হয় নিউটনের *'ইনারশিয়া'* ওদের উপর জেকে বসেছে। গৃহস্থের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে মনু-মানুর বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। হাড়ি হাড়ি, কারি কারি পিঠা কোথা থেকে এলো, তারও কোন ভাবনা নেই। বা কি উদ্দেশ্যে গৃহস্থ এতোগুলো পিঠা তৌরী করেছে তারও কোন সম্মুখ জ্ঞান নেই ওদের। ওরা ধরেই নিয়েছে এগুলি আছে এবং অনন্তকাল ধরে থাকবে।

প্রত্যেক সকালে ক্ষুদে মানুষ দুটি হেলে দুলে পিঠা স্থলে আসে। একটু বিশ্রাম করে। অলসভাবে দৌড়ের পোষাক-আষাক খুলে মাচার এক কোনে ঝুলিয়ে রাখে। দৌড়ের জুতা খুলে চপ্পল জড়ায় পায়ে। শীতল পাটিতে গা হেলিয়ে দিয়ে আরাম করে - গৃহস্থের বাড়ী যেন ওদেরই বাড়ী। ''কি চমৎকার'' - উল্লাসে মানু বলেঃ ''আমাদের আর কোন ভাবনা নেইরে, সারা জীবনের পিঠা পেয়ে গেছি আমরা''।

একদিন মনু-মানুর মনে উদয় হয় এক অদ্ভূত অনুভুতি। গৃহস্থের পিঠা নিজেদের পিঠা ভাবতে শুরু করে। তারপর একদিন নিজেদের আস্তানা গুটিয়ে চলে আসে গৃহস্থের বাড়ী অতি নিকটে । বাঁধে নতুন আস্তানা এবং পিঠার ভান্ডার ঘিরে চলতে থাকে ওদের সামাজিক জীবন।

পিঠা খাওয়া আর পিঠার ভাবনাতে ক্ষুদে মানুষ দুটির সময় কেটে যায়। পিঠা নিয়ে নানা ধরনের মন্তব্য করে আর উল্লাসে ফেটে পড়ে। পিঠার ছবি আঁকে ও পিঠা সম্পর্কে চমৎকার মন্তব্যে ভরে দেয় বাড়ীর চারি দেয়াল। তাতে বাড়ীর শোভা বাড়ে বটে! লাল কাপড়ে সাদা অক্ষরে লেখা

মন্তব্যগুলি লাল নীতির শেখানো বুলীর মত শোনালেও, এগুলো ওদের জীবন দর্শন। এর মাঝে, ‘‘পিঠাই সর্ব সুখ ও শান্তির উৎস’’, এই উক্তিটি আকৃষ্ট করে সকলের দৃষ্টি।

মনু-মানু কখনো কখনো বন্ধুদের আমন্ত্রণ করে। গর্ব করে শোনায় ওদের সাফল্যের কথা, দেখায় সমৃদ্ধির প্রতিক। আমন্ত্রিত বন্ধুদের উদ্দেশ্যে মনু বালেঃ ‘‘এ পিঠা আমাদের প্রাপ্য। দীর্ঘ ও কঠিন কষ্টের ফসল এ সম্পদ’’। কখনো পিঠা দিয়ে বন্ধুদের আপ্যায়ন করে। আবার কখনো পিঠা দেখিয়েই বিদায় করে।

প্রত্যেক সন্ধ্যায় ভরা পেটে মনু-মানু হেলে দুলে বাড়ী ফেরে। নাক ঢেকে ঘুমায়। ভোরে আবার ফিরে যায় পিঠা স্হলে আরও পিঠা খাবে বলে।

এ ভাবে কাটে বেশ কিছু কাল।

(চলবে)

‘আমার পিঠা কোথায়?’, স্পেন্সার জনসনের লেখা ‘হু মুভড্ মাই চিজ্’এর ছায়ায় রচিত। লেখাটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে। এটা প্রথম পর্ব।